সূরা ৫৪ ঃ কামার, মাক্কী

(আয়াত ৫৫, রুকূ ৩)

٥٤ – سورة القمر، مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٥٥، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

আবূ ওয়াকিদের (রহঃ) রিওয়ায়াত পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাতে সূরা ق ও সূরা اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ পাঠ করতেন। অনুরূপভাবে বড় বড় জমায়েতেও তিনি এ দু’টি সূরা তিলাওয়াত করতেন। কেননা এতে আল্লাহর দেয়া পুরস্কার ও শাস্তির প্রতিজ্ঞা, প্রথম সৃষ্টি ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং এর সাথে সাথে তাওহীদ ও রিসালাত সাব্যস্তকরণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির বর্ণনা রয়েছে।’

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। কিয়ামাত আসন্ন, চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে,	١. ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ
২। তারা কোনো নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে ঃ এটাতো চিরাচরিত যাদু।	٢. وَإِن يَرَوْا۟ ءَايَةً يُعْرِضُوا۟ وَيَقُولُوا۟ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ
৩। তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, আর প্রত্যেক ব্যাপারই যথাসময়ে লক্ষ্যে পৌঁছবে।	٣. وَكَذَّبُوا۟ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ
৪। তাদের নিকট এসেছে সুসংবাদ, যাতে আছে সাবধান বাণী।	٤. وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنۢبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ

৫। এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্ক বাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি।	٥. حِكْمَةٌۢ بَٰلِغَةٌ ۖ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ

কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারে সাবধান বাণী

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়া এবং দুনিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার খবর দিচ্ছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ

আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরাং ওটা ত্বরান্বিত করতে চেওনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১) আরও বলেন ঃ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১) এই বিষয়ের উপর বহু হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

হাফিয আবূ বাকর আল বাযয্ার (রহঃ) বলেন, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণের সামনে ভাষণ দান করেন। ঐ সময় সূর্য অস্তমিত হতে অতি অল্প সময় বাকী ছিল। ভাষণে তিনি বলেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! অতীত যুগের তুলনায় দুনিয়ার হায়াতও এই পরিমাণ বাকী আছে, যে পরিমাণ আজকের সময় গত হয়ে যাওয়ার পর বাকী রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমরা সূর্য অস্ত যাওয়ার সামান্য অংশই দেখতে পাচ্ছিলাম।' (মাযমা আয যাওয়ায়িদ ১০/৩১১)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আসরের পর যখন সূর্য ডুবু ডুবু প্রায়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'অতীত যুগের তুলনায় তোমাদের সময় ততটুকু বাকী আছে যতটুকু এই দিনের গত হয়ে যাওয়া সময়ের পরে রয়েছে।' (আহমাদ ২/১১৫)

সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি ও কিয়ামাত এভাবে প্রেরিত হয়েছি।' অতঃপর তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেন। (আহমাদ ৫/৩৩৮, ফাতহুল বারী ১১/৩৫৫, মুসলিম ৪/২২৬৮)

ওহাব আস সুবাই (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি শেষ যামানার সামান্য কিছু আগে প্রেরিত হয়েছি, যেমন এটি এবং এটির মধ্যে দূরত্ব রয়েছে; যেন পূর্বেরটিকে পরেরটি প্রায় ধরেই ফেলবে। আমাশ (রাঃ) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করছিলেন তখন তার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দু’টি একত্র করে দেখালেন। (আহমাদ ৪/৩০৯)

আওযায়ী বলেন, ইসমাঈল ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ (রহঃ) বলেছেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) ওয়ালিদ ইব্‌ন আবদিল মালিকের নিকট পৌঁছলে তিনি তাঁকে কিয়ামাত সম্বলিত হাদীসটি জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তরে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ‘তোমরা ও কিয়ামাত এ দু’টি অঙ্গুলির মত কাছাকাছি।’ (আহমাদ ৩/২২৩) এর সাক্ষ্য এ হাদীস দ্বারাও হতে পারে, যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামগুলির মধ্যে একটি নাম হাশির এসেছে। আর হাশির হলেন তিনি যাকে কিয়ামাতের মাঠে সর্ব প্রথম উপস্থিত করা হবে এবং অন্যান্যদেরকে এর পরে জমায়েত করা হবে। (ফাতহুল বারী ৬/৬৪১)

চাঁদ বিদীর্ণ হওয়ার বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ وَانشَقَّ الْقَمَرُ চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। এটা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের ঘটনা। যেমন মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে বিশুদ্ধতার সাথে এটা বর্ণিত হয়েছে।

এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাক্কাবাসী নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মু‘জিযা দেখানোর আবেদন জানায়। ফলে দুই বার চন্দ্র বিদীর্ণ হয়, যার বর্ণনা এই আয়াত দু’টিতে রয়েছে।’ (আহমাদ ৩/১৬৫, মুসলিম ৪/২১৫৯)

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মু‘জিযা দেখানোর কথা বললে তিনি চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে তাদেরকে দেখিয়ে দেন। সুতরাং তারা হিরার এদিকে এক খণ্ড এবং ওদিকে এক খণ্ড দেখতে পায়।’ (ফাতহুল বারী ৭/২২১, ৮/৪৮৪; মুসলিম ৪/২১৫৯)

যুবাইর ইব্‌ন মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে চন্দ্র

দ্বিখণ্ডিত হয়। এক খণ্ড এক পাহাড়ে এবং অপর খণ্ড অন্য পাহাড়ের উপর দেখা যায়। তখন তারা বলে ঃ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উপর যাদু করেছে।' তখন জ্ঞানীরা বলল ঃ 'যদি এটা মেনে নেয়া হয় যে, তিনি আমাদের উপর যাদু করেছেন তাহলে তিনিতো সমস্ত মানুষের উপর যাদু করতে পারেননা।' (আহমাদ ৪/৮১, দালাইলুল নাবুওয়াহ ২/২৬৮)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, চাঁদের বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল নাবুওয়াত প্রাপ্তির পরের ঘটনা। (ফাতহুল বারী ৭/২২১, ৮/৪৮৪; মুসলিম ৪/২১৫৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এটা হিজরাতের পূর্বের ঘটনা। (তাবারী ২২/৫৬৯)

ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন যে, যখন চন্দ্র বিদীর্ণ হয় এবং ওর দু'টি টুকরো হয়, একটি চলে যায় পাহাড়ের পিছনে এবং অপরটি পাহাড়ের সামনে, ঐ সময় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।' (দালাইলুল নাবুওয়াহ ২/২৬৭, মুসলিম ৪/২১৫৮, তিরমিযী ৯/১৭৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে চন্দ্র বিদীর্ণ হয় এবং ওটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। জনগণ তা প্রত্যক্ষ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'তোমরা সাক্ষী থাক।' (আহমাদ ১/৩৭৭, ফাতহুল বারী ৮/৪৮৩, মুসলিম ৪/২১৫৮) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যখন চন্দ্র বিদীর্ণ হয় তখন আমিও দেখেছি যে, টুকরা দু'টি ভাগ হয়ে পাহাড়ের দুই দিকে চলে যায়।' (আহমাদ ১/৪১৩, তাবারী ২২/৫৬৭)

পরবর্তী আয়াতে রয়েছে যে, তারা বলে ঃ **وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ** এটাতো চিরাচরিত যাদু। এই বলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমের বিপরীত নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তারা নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা হতে বিরত থাকেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ আর প্রত্যেক ব্যাপারই তার লক্ষ্যে পৌঁছবে। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক ব্যাপারই সংঘটিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ جَاءهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ তাদের নিকট এসেছে সংবাদ, যাতে আছে সাবধান বাণী; এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্কবাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি।

আল্লাহ তা'আলা যাকে চান হিদায়াত দান করেন এবং যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন, এতেও তাঁর পরিপূর্ণ নিপুণতা বিদ্যমান রয়েছে। তারা যে হতভাগা এটা তাদের ভাগ্যে লিখে দেয়া হয়েছে। যাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে তাদেরকে কেহই হিদায়াত দান করতে পারেনা। এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত ঃ

قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَٰلِغَةُ ۖ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ

তুমি বলে দাও ঃ সত্য ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দলীল প্রমাণতো একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে, তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে হিদায়াত দান করতেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪৯) অনুরূপ নিম্নের উক্তিটিও ঃ

وَمَا تُغْنِى ٱلْءَايَٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ

আর যারা ঈমান আনেনা, প্রমাণাদী ও ভয় প্রদর্শন তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০১)

৬। অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে।	٦. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَىْءٍ نُّكُرٍ
৭। অপমানে অবনমিত নেত্রে সেই দিন তারা কাবর হতে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়।	٧. خُشَّعًا أَبْصَٰرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ
৮। তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল হয়ে। কাফিরেরা বলবে ঃ কঠিন এই দিন।	٨. مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَٰفِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

বিচার দিবসে কাফিরদের করুণ পরিণতির বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! যেসব কাফির মু'জিযা দেখার পরও বলে যে, এটা যাদু, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তাদেরকে কিয়ামাতের জন্য অপেক্ষা করতে দাও। ঐদিন তাদেরকে হিসাবের জায়গায় দাঁড়ানোর জন্য একজন আহ্বানকারী আহ্বান করবে, যা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান। যেখানে তাদেরকে বিপদাপদ ঘিরে ফেলবে। তাদের চেহারায় লাঞ্ছনা ও অপমানের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। লজ্জায় তাদের চক্ষু অবনমিত হবে। তারা কাবর হতে বের হবে। অতঃপর বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত তারা দ্রুত গতিতে হিসাবের মাঠের দিকে চলে যাবে। তাদের কান থাকবে আহ্বানকারীর আহ্বানের দিকে এবং তারা অত্যন্ত দ্রুত চলবে। না তারা পারবে বিরুদ্ধাচরণ করতে, না বিলম্ব করার ক্ষমতা রাখবে। ঐ ভয়াবহ কঠিন দিনকে দেখে তারা অত্যন্ত ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং চীৎকার করে বলবে ঃ এটাতো বড়ই কঠিন দিন!

فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ

সেদিন হবে এক সংকটের দিন যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়। (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ৯-১০)

৯। এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ করেছিল আমার বান্দার প্রতি এবং বলেছিল ঃ এতো এক পাগল। আর তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।	٩. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا۟ عَبْدَنَا وَقَالُوا۟ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ
১০। তখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল ঃ আমিতো অসহায়; অতএব তুমি আমার প্রতিবিধান কর।	١٠. فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ
১১। ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার, প্রবল বারি বর্ষণে।	١١. فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ

	بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ
১২। এবং মৃত্তিকা হতে উৎসারিত করলাম প্রস্রবন। অতঃপর সকল পানি মিলিত হল এক পরিকল্পনা অনুসারে।	١٢. وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ
১৩। তখন নূহকে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে,	١٣. وَحَمَلْنَٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍ وَدُسُرٍ
১৪। যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এটা পুরস্কার তার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।	١٤. تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ
১৫। আমি এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?	١٥. وَلَقَد تَّرَكْنَٰهَآ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
১৬। কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!	١٦. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ
১৭। কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?	١٧. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

নূহের (আঃ) ঘটনা এবং তা থেকে শিক্ষা লাভ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার এই উম্মাতের পূর্বে নূহের (আঃ) উম্মাতও তাদের নাবী আমার বান্দা নূহকে অবিশ্বাস করেছিল, পাগল বলেছিল এবং শাসন গর্জন ও ধমক দিয়ে বলেছিল ঃ

قَالُواْ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ

তারা বলল ঃ হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তাহলে তুমি অবশ্যই প্রস্ত রাঘাতে নিহতদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১১৬) আমার বান্দা ও রাসূল নূহ (আঃ) তখন আমাকে ডাক দিয়ে বলল ঃ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ হে আমার রাব্ব! আমিতো অসহায়। আমি কোনক্রমেই আর নিজেকে বাঁচাতে পারছিনা এবং আপনার দীনেরও হিফাযাত করতে পারছিনা। সুতরাং আপনি আমাকে সাহায্য করুন এবং আমাকে বিজয় দান করুন। তাঁর এ প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলা কবূল করলেন। আকাশ হতে মুষলধারের বৃষ্টির দরজা খুলে দিলেন এবং যমীন হতে উথলিয়ে ওঠা পানির প্রস্রবণের মুখ খুলে দিলেন। ফলে চতুর্দিক পানিতে ভরে গেল। আকাশের মেঘ হতেই বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ সময় আকাশ হতে পানির দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহর শাস্তি বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হচ্ছিল। এদিকে আকাশের এই অবস্থা, আর ওদিকে যমীনের উপর এ আদেশ দেয়া হয়েছিল যে, ওটা যেন পানি উগলে দেয়। সুতরাং চতুর্দিকে শুধু পানি আর পানি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ আমি তাকে (নূহকে) আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আল কারাযী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, دُسُر শব্দের অর্থ হল পেড়েক। (তাবারী ২২/৫৮০, কুরতুবী ১৭/১৩২) ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এটিকে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ২২/৫৭৮) বাম দিকের অংশ এবং প্রাথমিক অংশ যার উপর ঢেউ এসে লাগে। ওর মূল জোড়কেও বলা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا 'ওটা আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলত, এটা পুরস্কার তার জন্য যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।' নূহকে (আঃ) সাহায্য করার মাধ্যমে এটা ছিল কাফিরদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً আমি এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শন রূপে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এই উম্মাতের প্রথম যুগের লোকেরাও ঐ নৌকাটি দেখেছে।

(তাবারী ২২/৫৮২) কিন্তু এর প্রকাশ্য অর্থ হল ঃ ঐ নৌকার নমুনায় অন্যান্য নৌকাগুলি আমি নিদর্শন হিসাবে দুনিয়ায় কায়েম রেখেছি। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ

তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদের বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪১-৪২) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَٰعِيَةٌ

যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। আমি উহা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এ জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১১-১২) এজন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ 'সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?'

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ পাঠ করিয়েছেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৮৪) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতেও এই শব্দের কিরআত এরূপই বর্ণিত আছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী। অর্থাৎ যারা আমার সাথে কুফরী করেছিল, আমার রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল এবং আমার উপদেশ হতে শিক্ষা গ্রহণ করেনি তাদের প্রতি আমার শাস্তি কতই না কঠোর ছিল! কিভাবেই না আমি আমার রাসূলদের শত্রুদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি। আর কেমন করে আমি সত্য ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ আমি কুরআনুল হাকীমের শব্দ ও অর্থ প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য সহজ করে দিয়েছি যে, এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায়। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ

এক কল্যাণময় কিতাব এটা, আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৯) অন্যত্র বলেন ঃ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ আমি কুরআনকে উপদেশের জন্য সহজ করেছি। তিনি আরও বলেন ঃ

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا

আমিতো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি ওর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতন্ডা প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৭) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ সুতরাং কুরআন হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? অর্থাৎ এর থেকে কেহ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে তাকে সাহায্য করা হবে।

১৮। আ'দ সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে কি কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী!	١٨. كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ
১৯। তাদের উপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু নিরবিচ্ছিন্ন দুর্ভোগের দিনে।	١٩. إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ
২০। মানুষকে ওটা উৎখাত করেছিল উন্মূলিত খর্জুর কান্ডের ন্যায়।	٢٠. تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ

২১। কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী!	٢١. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ
২২। কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণ করার কেহ আছে কি?	٢٢. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

'আদ জাতির ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, হুদের (আঃ) কাওম আদও আল্লাহর রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং নূহের (আঃ) কাওমের মতই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। ফলে তাদের প্রতি কঠিন ঠাণ্ডা ও ধ্বংসাত্মক বায়ু প্রেরণ করা হয়। ওটা ছিল তাদের জন্য সরাসরি অশুভ ও অকল্যাণকর। ঐ ঝঞ্ঝাবায়ুর প্রবাহ তাদের উপর আসত এবং তাদের কেহকেও উঠিয়ে নিয়ে যেত, এমন কি সে পৃথিবীবাসীর দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেত। অতঃপর তাকে অধঃমুখে ভূমিতে নিক্ষেপ করা হত। তার মস্তক পিষ্ট করা হত এবং দেহ হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। দেখে মনে হত যেন উন্মূলিত খর্জুর গাছের কাণ্ড। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

দেখ, কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! আমিতো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। সুতরাং যে ইচ্ছা করবে সে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২৩। ছামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল।	٢٣. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ
২৪। তারা বলেছিল ঃ আমরা কি আমাদেরই সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির অনুসরণ করব? তাহলেতো আমরা বিপথগামী এবং উন্মাদ রূপে গন্য হব।	٢٤. فَقَالُوٓاْ أَبَشَرًا مِّنَّا وَٰحِدًا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًا لَّفِى ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ

২৫। আমাদের মধ্যে কি ওরই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সেতো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।	٢٥. أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ
২৬। আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।	٢٦. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ
২৭। আমি তাদের পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি এক উষ্ট্রী; অতএব তুমি তাদের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও,	٢٧. إِنَّا مُرْسِلُوا۟ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ
২৮। আর তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বন্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে হাযির হবে পালাক্রমে।	٢٨. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ
২৯। অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করল, সে ওকে ধরে হত্যা করল।	٢٩. فَنَادَوْا۟ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ
৩০। কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী!	٣٠. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ
৩১। আমি তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে তারা হয়ে গেল খোয়াড় প্রস্তুতকারী বিখন্ডিত শুস্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়।	٣١. إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَكَانُوا۟ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ

৩২। আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণ করার কেহ আছে কি?	٣٢. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

ছামূদ জাতির ঘটনা

এখানে খবর দেয়া হচ্ছে যে, ছামূদ সম্প্রদায় আল্লাহর রাসূল সালিহকে (রাঃ) মিথ্যাবাদী বলে এবং তাঁর নাবী হওয়াকে অসম্ভব মনে করে বিস্মিত হয়ে বলে ঃ 'এটা কি হতে পারে যে, আমরা আমাদেরই একটি লোকের অনুগত হব? তাহলেতো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।' এর চেয়ে আরও আগ বাড়িয়ে বলে ঃ 'আমরা এটা মেনে নিতে পারিনা যে, আমাদের সবার মধ্য হতে শুধুমাত্র এই লোকটির উপরই আল্লাহর কালাম নাযিল হয়েছে।' তারপর তারা আল্লাহর নাবীকে প্রকাশ্যভাবে ও স্পষ্ট ভাষায় চরম মিথ্যাবাদী বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলেন ঃ এখন তোমরা যা চাও তা বলতে থাক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যায় সীমালংঘনকারী কে তা কালই প্রকাশিত হবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ আমি তাদের পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি এক উষ্ট্রী। ঐ লোকদের দাবী অনুযায়ী পাথরের এক কঠিন পাহাড় হতে এক বিরাট গর্ভবতী উষ্ট্রী বের হয় এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে (আঃ) বলেন ঃ তাদের পরিণাম কি হয় তা তুমি দেখে নিও এবং তাদের কষ্টদায়ক কথার উপর ধৈর্য ধারণ কর। দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয় তোমারই হবে। তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ পানি এক দিন তোমাদের এবং এক দিন উষ্ট্রীর। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

قَالَ هَٰذِهِۦ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

সালিহ বলল ঃ এই যে উষ্ট্রী, এর জন্য রয়েছে পানি পানের এবং তোমাদের জন্য রয়েছে পানি পানের পালা নির্ধারিত এক এক দিনে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৫৫)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, যেদিন উষ্ট্রীটি পানি পান করতনা সেদিন তারা পানি পেত, আর যেদিন উষ্ট্রীটি পানি পান করত সেদিন তারা ওর দুধ পান করত। (তাবারী ২২/৫৯২) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান করল, সে ওকে ধরে হত্যা করল। তাফসীরকারগণ বলেন যে, হত্যাকারী লোকটির নাম ছিল কুদার ইব্‌ন সালিফ। সে ছিল তার কাওমের মধ্যে সর্বাধিক হতভাগ্য। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا

তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল। (সূরা আশ্‌ শাম্‌স, ৯১ ঃ ১২) মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ

فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! আমি তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে তারা হয়ে গেল খোয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়। অর্থাৎ যেভাবে জমির কর্তিত পাতা শুকিয়ে মরে যায়, সেইভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও নিশ্চিহ্ন করে দেন। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ আরাবের প্রথা ছিল যে, উটগুলোকে শুষ্ক কাঁটাযুক্ত বেড়ার মধ্যে রেখে দেয়া হত। যখন ঐ বেড়াকে পদদলিত করা হত তখন উটগুলোর যে অবস্থা হত ঐ অবস্থা তাদেরও হয়ে যায়। তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাদের একজনও রক্ষা পায়নি।

৩৩। লূত সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছিল সতর্ককারীদেরকে।	٣٣. كَذَّبَتۡ قَوۡمُ لُوطِۭ بِٱلنُّذُرِ
৩৪। আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচন্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাতের শেষাংশে -	٣٤. إِنَّآ أَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٖۖ نَّجَّيۡنَٰهُم بِسَحَرٖ
৩৫। আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ; যারা কৃতজ্ঞ আমি এভাবেই তাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।	٣٥. نِّعۡمَةٗ مِّنۡ عِندِنَاۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي مَن شَكَرَ

৩৬। লূত তাদেরকে সতর্ক করেছিল আমার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে। কিন্তু তারা সতর্ক বাণী সম্বন্ধে বিতন্ডা শুরু করল।	٣٦. وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا۟ بِٱلنُّذُرِ
৩৭। তারা লূতের নিকট হতে তার মেহমানদেরকে দাবী করল, তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললাম ঃ আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্ক বাণীর পরিণাম।	٣٧. وَلَقَدْ رَٰوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ
৩৮। প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আঘাত করল।	٣٨. وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ
৩৯। (আমি বললাম) আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।	٣٩. فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ
৪০। আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?	٤٠. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

লূতের (আঃ) কাওমের ঘটনা

লূতের (আঃ) কাওমের খবর দেয়া হচ্ছে যে, কিভাবে তারা তাদের রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল এবং কিভাবে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে এমন জঘন্য কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, যে কাজ তাদের পূর্বে কেহ কখনও করেনি, অর্থাৎ মেয়েদেরকে ছেড়ে ছেলেদের সাথে কুকার্যে লিপ্ত হওয়া! তাদের ধ্বংসের অবস্থাটাও ছিল তাদের কাজের মতই অসাধারণ ও অদ্ভুত। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে জিবরাঈল (আঃ) তাদের বস্তীটিকে আকাশের কাছে উঠিয়ে নেন

এবং সেখান হতে উল্টোভাবে নীচে নিক্ষেপ করেন। আর আকাশ হতে তাদের নামে নামে পাথর বর্ষণ করতে থাকেন। কিন্তু লূতের (আঃ) অনুসারীদেরকে প্রত্যুষে অর্থাৎ রাত্রির শেষ ভাগে বাঁচিয়ে নেন। তাঁদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তাঁরা যেন ঐ বস্তী ছেড়ে চলে যান। লূতের (আঃ) কাওমের কেহই ঈমান আনেনি। এমন কি স্বয়ং লূতের (আঃ) স্ত্রীও ছিল বেঈমান। তাঁর কাওমের সাথে সাথে তাঁর স্ত্রীও ধ্বংস হয়ে যায়। শুধুমাত্র তিনি ও তাঁর কন্যাগণ এই ভয়াবহ শাস্তি হতে রক্ষা পান। মহান আল্লাহ এভাবেই তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে বিপদের সময় রক্ষা করেন এবং তাঁদেরকে তাঁদের কৃতজ্ঞতার সুফল প্রদান করেন। শাস্তি আসার পূর্বেই লূত (আঃ) স্বীয় কাওমকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় মোটেই কর্ণপাত করেনি। বরং তারা সন্দেহ পোষণ করে তাঁর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল।

তাঁর মেহমানদেরকে তাঁর নিকট হতে ছিনতাই করতে চেয়েছিল। জিবরাঈল (আঃ), মীকাঈল (আঃ), ইসরাফীল (আঃ) প্রমুখ মর্যাদাসম্পন্ন মালাইকা মানুষের রূপ ধরে লূতকে (আঃ) পরীক্ষা করার জন্য তাঁর বাড়ীতে মেহমান হয়ে এসেছিলেন। এদিকে রাত্রিকালে তাঁরা লূতের (আঃ) বাড়ীতে অবতরণ করেন, আর ওদিকে তাঁর বে-ঈমান স্ত্রী কাওমকে খবর দেয় যে, লূতের (আঃ) বাড়ীতে সুদৃশ্য যুবকদের দল মেহমান রূপে আগমন করেছেন। এ খবর পেয়েই ঐ দুশ্চরিত্র লোকগুলো বিভিন্ন দিক হতে দৌড়ে আসে এবং লূতের (আঃ) বাড়ী ঘিরে ফেলে। লূত (আঃ) তখন দরজা বন্ধ করে দেন। কিভাবে এই মেহমানদেরকে হাতে পাওয়া যায় এই সুযোগের অপেক্ষায় ঐ লোকগুলো ওঁৎ পেতে থাকে। লূত (আঃ) বলছিলেন ঃ

قَالَ هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيٓ

আমার এই কন্যাগণ রয়েছে। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৭১)

কিন্তু ঐ দুর্বৃত্তের দল জবাবে বলেছিল ঃ

قَالُواْ لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنۡ حَقّٖ وَإِنَّكَ لَتَعۡلَمُ مَا نُرِيدُ

তারা বলল ঃ তুমিতো অবগত আছ যে, তোমার এই কন্যাগুলির আমাদের কোন আবশ্যক নেই, আর আমাদের অভিপ্রায় কি তাও তোমার জানা আছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭৯)

যখন এই তর্ক-বিতর্কে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় এবং ঐ লোকগুলো আক্রমণোদ্যত হয় এবং লূত (আঃ) তাদের এই দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে

উঠেন তখন জিবরাঈল (আঃ) বেরিয়ে আসেন এবং তাঁর ডানা দ্বারা তাদের চোখের উপর আঘাত করেন। ফলে তারা সবাই অন্ধ হয়ে যায়। তাদের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। তারা তখন দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে এবং লূতকে (আঃ) গালমন্দ দিতে দিতে সকালের ওয়াদা দিয়ে পশ্চাদপদে ফিরে যায়। কিন্তু সকালেই তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে, যা হতে না তারা পালাতে পারল, না শাস্তি দূর করতে সক্ষম হল। তাইতো মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ এই কুরআনুল কারীম খুবই সহজ, যে কেহই ইচ্ছা করলে এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

৪১। ফির'আউন সম্প্রদায়ের নিকটও এসেছিল সতর্ককারী	٤١. وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ
৪২। কিন্তু তারা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করল, অতঃপর পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান রূপে আমি তাদেরকে সুকঠিন শাস্তি দিলাম।	٤٢. كَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَـٰهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ
৪৩। তোমাদের মধ্যকার কাফিরেরা কি তাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না কি তোমাদের অব্যহতির কোন সনদ রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবে?	٤٣. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلَـٰٓئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِى ٱلزُّبُرِ
৪৪। এরা কি বলে, আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল?	٤٤. أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ

৪৫। এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে,	٤٥. سَيُهۡزَمُ ٱلۡجَمۡعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ
৪৬। অধিকন্তু কিয়ামাত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামাত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর।	٤٦. بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوۡعِدُهُمۡ وَٱلسَّاعَةُ أَدۡهَىٰ وَأَمَرُّ

ফির'আউন ও তার কাওমের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের ঘটনা এখানে বর্ণনা করছেন। তাদের কাছে আল্লাহর রাসূল মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ) এই খবর শোনাতে এলেন যে, তারা ঈমান আনলে তাদের জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদ রয়েছে এবং কুফরী করলে (জাহান্নামের) ভয় রয়েছে। তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বড় বড় মু'জিযা ও নিদর্শন প্রদান করা হয়। কিন্তু তারা সবকিছুই অবিশ্বাস করে। ফলে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

কুরাইশদের প্রতি পরামর্শ ও ভয় প্রর্দশন

এরপর বলা হচ্ছে ঃ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلَئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءةٌ فِي الزُّبُرِ হে কুরাইশ মুশরিকের দল! তোমরা কি ঐ ফির'আউন ও তার সম্প্রদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না, বরং তারাই তোমাদের অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী ছিল। তাদের দলবলও ছিল তোমাদের চেয়ে বহুগুণ বেশী। তারাই যখন আল্লাহর আযাব হতে পরিত্রাণ পায়নি, তখন তোমরা রক্ষা পাবে বলে কি মনে করছ? তোমাদেরকে ধ্বংস করা তাঁর কাছে অতি সহজ। তোমরা কি ধারণা করছ যে, আল্লাহর কিতাবসমূহে এটা লিখা আছে যে, তাদের কুফরীর কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবেনা? তোমরা কি মনে করছ যে, তোমরা একটি বড় দল রয়েছ, সুতরাং তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবেনা?

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু‘আ করছিলেন ঃ ‘হে আল্লাহ! আমি আপনাকে আপনার প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি! হে আল্লাহ! যদি আপনার ইচ্ছা এটাই থাকে যে, আজকের দিনের পর ভূ-পৃষ্ঠে আপনার ইবাদাত আর কখনও করা হবেনা।’ তিনি এটুকুই বলেছিলেন এমতাবস্থায় আবূ বাকর (রাঃ) তাঁর হাতখানা ধরে ফেলেন এবং বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যথেষ্ট হয়েছে। আপনি আপনার রবের কাছে খুবই অনুনয় বিনয় করেছেন।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ম পরিহিত অবস্থায় তাঁবু হতে বেরিয়ে এলেন এবং তাঁর মুখে ঃ **سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ** এ দু’টি আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিল। (ফাতহুল বারী ৮/৪৮৫, ৪৮৬)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ‘যে সময় আমি মাক্কায় অতি অল্প বয়সের বালিকা ছিলাম এবং আমার সঙ্গিনীদের সাথে খেলা করতাম ঐ সময় **بَلِ السَّاعَةُ** ... এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।’ (ফাতহুল বারী ৮/৪৮৬, ৮/৬৫৫)

৪৭। নিশ্চয়ই অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত।	٤٧. إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ
৪৮। যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে সেই দিন বলা হবে ঃ জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।	٤٨. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ
৪৯। আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।	٤٩. إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ
৫০। আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্পন্ন, চক্ষুর	٥٠. وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ

পলকের মত।	كَلَمْحٍ بِٱلْبَصَرِ
৫১। আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মত দলগুলিকে; অতএব উহা হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?	٥١. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
৫২। তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে 'আমলনামায়,	٥٢. وَكُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوهُ فِى ٱلزُّبُرِ
৫৩। আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সব কিছুই লিপিবদ্ধ;	٥٣. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ
৫৪। মুত্তাকীরা থাকবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে -	٥٤. إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّـٰتٍ وَنَهَرٍ
৫৫। যোগ্য আসনে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে।	٥٥. فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍۭ

অপরাধীদের আবাসস্থল

পাপী ও অপরাধী লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং সত্য পথ হতে সরে গেছে। তারা সন্দেহ ও দুর্ভাবনার মধ্যে পতিত হয়েছে। এই দুষ্ট ও দুরাচার লোকগুলো কাফিরই হোক অথবা অন্য কোন দলের অপরাধী ও পাপী লোকই হোক, তাদের এই দুষ্কর্ম তাদেরকে উল্টোমুখে জাহান্নামের দিকে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। এখানে যেমন তারা উদাসীন রয়েছে, তেমনই ওখানেও তারা বে-খবর থাকবে যে, না জানি তাদেরকে কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হবে ঃ **ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ** তোমরা এখন জাহান্নামের অগ্নির স্বাদ গ্রহণ কর।

প্রতিটি জীবকে তার তাকদীরসহ সৃষ্টি করা হয়েছে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে। (সূরা ফুরকান. ২৫ ঃ ২) অন্যত্র বলেন ঃ

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى. ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ. وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ

তুমি তোমার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যিনি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর যথাযথভাবে সমন্বিত করেছেন এবং যিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তারপর পথ দেখিয়েছেন। (সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ১-৩)

আহলে সুন্নাতের ইমামগণ এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূককে সৃষ্টি করার পূর্বেই তার ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন এবং প্রত্যেক জিনিস প্রকাশিত হবার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার কাছে লিখিত হয়েছে। কাদরিয়া সম্প্রদায় এটা অস্বীকার করে। এ লোকগুলো সাহাবীগণের (রাঃ) প্রান্তিক সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল। আহলে সুন্নাত ঐ লোকদের মাযহাবের বিপক্ষে এই প্রকারের আয়াতগুলিকে পেশ করে থাকেন। আর এই বিষয়ের হাদীসগুলিকেও আমরা সহীহ বুখারীর কিতাবুল ঈমানের ব্যাখ্যায় এই মাসআলার বিস্তারিত আলোচনায় লিপিবদ্ধ করেছি। এখানে শুধু ঐ হাদীসগুলি লিপিবদ্ধ করা হল যেগুলি আয়াতের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মুশরিক কুরাইশরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাকদীর সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক শুরু করে। তখন ... يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।' (আহমাদ ১/৪৪৪, মুসলিম ৪/২০৪৬, তিরমিযী ৯/১৭৬, ইব্‌ন মাজাহ ১/৩২)

আল বাযযার (রহঃ) আমর ইব্‌ন শুআয়িব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর দাদা বলেছেন ঃ এ আয়াতগুলি তাকদীর অস্বীকারকারীদের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়।' (কাস্‌ফ আল আসতার ৩/৭২)

যুরারাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতগুলি পাঠ করে বলেন ঃ 'এই আয়াতগুলি আমার উম্মাতের ঐ লোকদের

ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা শেষ যামানায় জন্মলাভ করবে এবং তাকদীরকে অবিশ্বাস করবে।'

'আতা ইব্‌ন আবি রাবাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট গমন করি। ঐ সময় তিনি যম্‌যম্‌ কূপ হতে পানি উঠাচ্ছিলেন। তাঁর কাপড়ের নিম্নাংশ ভিজে গিয়েছিল। আমি বললাম ঃ তাকদীরের ব্যাপারে সমালোচনা করা হচ্ছে। কেহ এই মাসআলার পক্ষে রয়েছে এবং কেহ বিপক্ষে রয়েছে। তিনি তখন বললেন ঃ 'জনগণ এরূপ করছে।' আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, এরূপই হচ্ছে। তখন তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহর শপথ **ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ** এ আয়াতগুলি তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। জেনে রেখ যে, এ লোকগুলো হল এই উম্মাতের নিকৃষ্টতম লোক। তারা রোগাক্রান্ত হলে তাদেরকে দেখতে যেওনা এবং তারা মারা গেলে তাদের জানাযায় হাযির হয়োনা। তাদের কেহকেও যদি আমি আমার সামনে দেখতে পাই তাহলে আমার অঙ্গুলি দ্বারা তার চক্ষু উঠিয়ে নিব।' (ইব্‌ন আবী হাতিম ১৮৭১৫)

নাফি' (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইব্‌ন উমাইরের (রাঃ) সিরিয়াবাসী একজন বন্ধু ছিল, যার সাথে তাঁর পত্র আদান প্রদান চলত। তিনি তাকে পত্র লিখেন ঃ আমি শুনতে পেয়েছি যে, তুমি নাকি তাকদীরের ব্যাপারে কিছু বিরূপ মন্তব্য করে থাক। যদি এ কথা সত্য হয় তাহলে আজ হতে তুমি আমার নিকট আর কোন চিঠি লিখনা। আজ হতে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'আমার উম্মাতের মধ্যে তাকদীরকে অবিশ্বাসকারী লোকের আবির্ভাব ঘটবে।' (আহমাদ ২/৯০, আবূ দাঊদ ৫/২০)

ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাপে রয়েছে, এমনকি অলসতা ও নির্বুদ্ধিতাও।' (আহমাদ ২/১১০, মুসলিম ৪/২০৪৫)

সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং অপারগ ও নির্বোধ হয়োনা। যদি কোন বিপদ আপতিত হয় তাহলে বল যে, এটা আল্লাহ কর্তৃকই নির্ধারিত ছিল এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। আর এ কথা বলনা ঃ যদি এরূপ এরূপ করতাম তাহলে এরূপ হত। কেননা এভাবে 'যদি' বলায় শাইতানী আমলের দরজা খুলে যায়।' (মুসলিম ৪/২০৫২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) বলেন ঃ ‘জেনে রেখ যে, যদি সমস্ত উম্মাত একত্রিত হয়ে তোমার ঐ উপকার করার ইচ্ছা করে যা আল্লাহ তা‘আলা তোমার ভাগ্যে লিখেননি তাহলে তারা তোমার ঐ উপকার কখনও করতে পারবেনা। পক্ষান্তরে, যদি সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা করে যা তোমার তাকদীরে লিখা নেই তাহলে কখনও তারা তোমার ঐ ক্ষতি করতে সক্ষম হবেনা। কলম শুকিয়ে গেছে এবং দফতর জড়িয়ে নেয়া হয়েছে। (তিরমিযী ৭/২১৯)

উবাদাহ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন উবাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা উবাদাহ (রাঃ) যখন রোগ শয্যায় শায়িত হন এবং তাঁর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায় তখন ওয়ালীদ (রহঃ) তাঁর পিতাকে বলেন ঃ ‘হে পিতা! আমাদেরকে কিছু অন্তিম উপদেশ দিন!’ তখন তিনি বলেন ঃ ‘আমাকে বসিয়ে দাও।’ তাঁকে বসিয়ে দেয়া হলে তিনি বলেন ঃ ‘হে আমার প্রিয় বৎস! ঈমানের স্বাদ তুমি গ্রহণ করতে পার না এবং আল্লাহ তা‘আলা সম্পর্কে তোমার যে জ্ঞান রয়েছে তার শেষ সীমায় তুমি পৌঁছতে পার না যে পর্যন্ত না তাকদীরের ভাল মন্দের উপর তোমার বিশ্বাস হয়।’ আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম ঃ ‘আব্বা! কি করে আমি জানতে পারব যে, তাকদীরের ভাল মন্দের উপর আমার ঈমান রয়েছে?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘তুমি যা পেয়েছ তা পাওয়ারই ছিল এবং যা পাওনি তা পাওয়ারই ছিলনা এই বিশ্বাস যখন তোমার থাকবে। হে আমার প্রিয় বৎস! জেনে রেখ যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে শুনেছি ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং ওকে বলেন ঃ ‘লিখ।’ তখনই কলম কিয়ামাত পর্যন্ত যা কিছু হওয়ার সবই লিখে ফেলল।’ হে আমার প্রিয় ছেলে! যদি তুমি তোমার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই বিশ্বাসের উপর না থাক তাহলে অবশ্যই তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’ (আহমাদ ৫/৩১৭, তিরমিযী ৬/৩৬৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে সহীহ হাসান গারীব বলেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে মাখলূকের তাকদীর লিপিবদ্ধ করেছেন। ইব্‌ন ওহাব (রহঃ) আরও যোগ করেন ঃ

وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ

এবং সেই সময় তাঁর আরশ পানির উপর ছিল। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭) (তিরমিযী ৬/৩৭০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন।

আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে নাসীহাত

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইচ্ছা ও আহকাম বিনা বাধায় জারী হওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ আমি যা নির্ধারণ করেছি তা যেমন হবেই, ঠিক তেমনি যে কাজের আমি ইচ্ছা করি তার জন্য শুধু একবার 'হও' বলাই যথেষ্ট হয়ে যায়, দ্বিতীয়বার গুরুত্বের জন্য হুকুম দেয়ার কোনই প্রয়োজন হয়না। চোখের পলক ফেলা মাত্রই ঐ কাজ আমার চাহিদা অনুযায়ী হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মত দলগুলোকে, অতএব ওটা হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ

তাদের ও তাদের প্রবৃত্তির মাঝে অন্তরাল করা হয়েছে, যেমন পূর্বে করা হয়েছিল তাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৫৪)

তারা যা কিছু করেছে সবই তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার বিশ্বস্ত মালাইকার হাতে রক্ষিত আছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সবকিছুই লিপিবদ্ধ আছে। এমন কিছুই নেই যা লিখতে বাদ পড়ে গেছে।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ 'হে আয়িশা! পাপকে তুচ্ছ মনে করনা, জেনে রেখ যে, আল্লাহর এমন কেহ রয়েছেন যারা সবকিছু লিখে রাখেন।' (আহমাদ ৬/১৫১, নাসাঈ ১২/২৫০ এবং ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪১৭)

আল্লাহভীরুদের জন্যই রয়েছে সফল পরিসমাপ্তি

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ যারা সৎ এবং আল্লাহভীরু তারা থাকবে জান্নাতের বাগানে যেখানে নদীসমূহ প্রবাহিত। তাদের অবস্থা হবে এই পাপী ও অপরাধী লোকদের অবস্থার বিপরীত, যারা থাকবে বিপদ ও কষ্টের মধ্যে এবং অধঃমুখে তারা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে। আর তাদের উপর হবে কঠিন শাস্তি ও শাসন গর্জন। পক্ষান্তরে ঐ সৎ ও আল্লাহভীরুগণ মর্যাদা ও সম্মান, সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ, দান ও ইহসান, সুখ ও শান্তি, নি'আমাত ও রাহমাত এবং সুন্দর ও মনোরম বাসভবনে অবস্থান করবে।

অধিপতি ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে তারা গৌরবান্বিত হবে। যে আল্লাহ সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা এবং সবারই ভাগ্য নির্ধারণকারী। তিনি ঐ আল্লাহভীরু লোকদের সব চাহিদাই পূর্ণ করবেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আদল ও ইনসাফকারী সৎলোকেরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আলোর মঞ্চে রাহমানের (করুণাময় আল্লাহর) ডান দিকে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার দুই হাতই ডানই বটে। এই ন্যায় বিচারক ও ন্যায়পরায়ণ লোক তারাই যারা তাদের বিচার কাজে, নিজেদের পরিবার পরিজনের প্রতি এবং যাদের উপর দায়িত্ব অর্পিত তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফরমানের ব্যতিক্রম করেনা।' (আহমাদ ২/১৬০, মুসলিম ৩/১৪৫৮, নাসাঈ ৮/২২১)

সূরা কামার এর তাফসীর সমাপ্ত।